সংবাদ

19 AUG 2008
১৪ ... ৬

ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলছে চবির কার্যক্রম বিপাকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্তদের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। চবি প্রশাসনের প্রায় সব কয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদ চালানো হচ্ছে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে। ফলে প্রতিনিয়ত দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা। দক্ষ ও যোগ্য লোক না থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রমে বেড়ে যাচ্ছে দীর্ঘসূত্রতা। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই পড়ছেন চরম ভোগান্তিতে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ হচ্ছে রেজিস্ট্রার পদটি। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৫ সালের পর থেকে এই পদে কোন নিয়োগ দেয়া হয়নি। সর্বশেষ এ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হিসেবে ছিলেন আবদুর রশিদ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ১৩ বছর পার হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি চলছে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে। মূলত ডেপুটি রেজিস্ট্রারদের পদোন্নতি দিয়ে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে এই পদে বসানো হচ্ছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. জহুরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হচ্ছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদটি। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি '৮২ সালের পর থেকে এ পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে এ পদের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে। সর্বশেষ ৮২ সাল পর্যন্ত এ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জিএসএ লতিফ এবং বর্তমানে ২০০৬ সালের ১৩ মে থেকে এ পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. মোজাফফর হোসাইন।

এসব পদ ছাড়াও তথ্য ও পরিকল্পনা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব নিয়ামকের দপ্তরও চলছে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে। তথ্য ও পরিকল্পনা বিভাগে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আবু সাঈদ খান। অন্যদিকে চার বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেয়া মো. আবদুল মোনায়েমকে ৪ বার পুনঃনিয়োগ দিয়ে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়ামকের কাজ করানো হচ্ছে। এছাড়াও এ দপ্তরে পাঁচজন উপ-হিসাব নিয়ামকের মধ্যে ৩ জনকেই দেয়া হয়েছে পুনঃনিয়োগ। ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে চবি প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর ব্যাপারে চবি উপাচার্য প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম 'সংবাদ'কে বলেন, এসব পদের জন্য বেশ কয়েকবার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়নি। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের ভারপ্রাপ্ত দিয়ে কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে।

এদিকে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে চবি প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা। তারা অভিযোগ করে বলেন, যোগ্য ও দক্ষ লোক না থাকায় অনেক সময় আমাদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এদের অনেকেরই তাদের কাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় হয়রানির শিকার হতে হয় আমাদের।